49

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 16 MAY 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

জরাজীর্ণ স্কুল ভবন ।। শিক্ষকের সংকট

কালকিনি থানায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে

মাদারীপুর, ১৫ই মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— জরাজীর্ণ স্কুল ভবন, প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও আসবাবপত্রের অভাব, অভিভাবকদের অনীহা ও আর্থিক সংকটসহ বিভিন্ন কারণে কারকিনি থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

প্রায় ৩ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত কালকিনি থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ১৫১টি। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে ১১৫টি। বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩১টি। রেজিস্ট্রেশন হয়নি এরকম প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৫টি। থানার ১১৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন খুবই জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে বাঁশগাড়ি ইউনিয়নের কানুরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আলীনগর ইউনিয়নের কালিগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নবগ্রাম ইউনিয়নের শশিকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ যেকোন সময় ধসে পড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। তিনটি বিদ্যালয়ের দেড় হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী বর্তমানে জীবনের ঝুকি নিয়ে ক্লাস করছে। উত্তর কানাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুলছুরী সন্তাল বিদ্যালয়, চরলক্ষীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চর পালরদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর সাহেবরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ২০টি বিদ্যালয়ের আশু সংস্কার প্রয়োজন।

আটিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামচন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কর্ণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ কমপক্ষে ৩০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংযোগ সড়ক নেই। ফলে বর্ষাকালে এ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহায়। অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংযোগ সড়ক থাকলেও তার অবস্থা খুবই করুণ।

থানার ৩০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ চেয়ার টেবিলসহ আসবাবপত্রের তীব্র সংকট রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে মাটিতে বসে ক্লাস করতে হয়। থানার ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন নলকূপ নেই। কমপক্ষে ৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নলকূপ দীর্ঘদিন যাবৎ অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। বহু আবেদন করার পরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অকেজো নলকূপগুলো মেরামত করছে না বলে অভিযোগে প্রকাশ।

শিক্ষকের অভাবে থানার অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে কালকিনিতে ২২টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ৪টি পদ এবং সহকারী শিক্ষকের ১৮টি পদ রয়েছে। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী অনুপাতে শিক্ষক না থাকায় লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

এদিকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা সত্ত্বেও কালকিনি থানায় সরকারি হিসেব মতেই প্রায় সাড়ে ৬ হাজার শিশু স্কুলে যায় না। বেসরকারি হিসেবে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে বলে জানা যায়। অভিভাবকদের আর্থিক দুরবস্থা ও অনীহার কারণে কালকিনিতে বিপুলসংখ্যক শিশু লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।